কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...২... ......

'ভুয়া' সনদে এবার প্রধান শিক্ষক তিনি

অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি ▷

কুড়িগ্রামের রৌমারীর বকবান্দা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তার ওপর ব্যাপক অনিয়মের ভেতর দিয়ে গত বছর ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের পদটিও দখল করেন তিনি। তা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়া সনদ ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে। এ-সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষক আবদুর রহমানের এসএসসি ও এইচএসসির সনদে বাবার নাম দুই রকম, একাধিক স্থায়ী ঠিকানা এবং বিএসসি পাসের আগেই সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ নেন। তাঁর সনদে বিএসসি পাস ১৯৯৩ সালে থাকলেও ওই প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিয়েছেন তিন বছর আগে ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর। এসএসসির সনদে তাঁর বাবার নাম মো. ফছর উদ্দিন সরকার অথচ এইচএসসির মূল সনদে তাঁর বাবার নাম মৃত কছুর উদ্দিন উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে রংপুরের পীরগাছা কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে বিএসসি পাসের সনদ দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওই কলেজের অধ্যক্ষ শাহ মো. মাহমিদ হাসান ওই সনদ সুস্পষ্ট নয় বলে প্রত্যয়নপত্র দিয়েছেন।

অভিযোগে আরো জানা গেছে, বকবান্দা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২০ মার্চ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হয়। নিয়ম অনুসারে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেওয়ার কথা থাকলেও তা না করে গোপনে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়েছেন তিনি। প্রধান শিক্ষক পদে আবেদনকারী সহিদুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, শাহজাহান আলী ও গোলাম মোস্তফা অভিযোগ করেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি স্থানীয় এমপি রুহুল আমিন ১৭ লাখ টাকার বিনিময়ে গোপনে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা সদস্য আবদুল বারী সরকার বলেন, 'নিয়োগের বিষয়টি আমাকে জানানো হয়নি। পরে জানতে পেরেছি যে আবদুর রহমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন।'

এদিকে ওই অনিয়ম আর ভুয়া সনদের বিষয়ে অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নুসরাত জাবীন বানু স্বাক্ষরিত এক আদেশে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রংপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রিয়সিন্দু তালুকদারকে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ওই প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান বলেন, 'আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ভুয়া থাকলে তার জবাব আপনাকে দেব কেন? জবাব দিতে হলে আমার কর্তৃপক্ষকে দেব বলেই মোবাইলের সংযোগ কেটে দেন।'

ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য রুহুল আমিন অর্থের বিনিময়ে গোপনে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অস্বীকার করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তাঁর যদি সনদ ভুয়া হয় সেটা দেখবে মন্ত্রণালয়। আমি কিভাবে বলব সনদ ভুয়া। তাঁর শিক্ষাগত সনদ ভুয়া থাকলে বিল-বেতন হবে না।'

এদিকে তদন্ত কর্মকর্তা রংপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রিয়সিন্দু তালুকদার বলেন, 'ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তে শিগগিরই রৌমারীতে যাব।'